তিনি আজ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। আমাদের খ্রীষ্টিয় সমাজে যাঁরা আজ প্রতিষ্ঠিত তারাও অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে আজ সফল পেশাজীবি। এসব কথা জানতে হবে, জানাতে হবে। একমাত্র মাধ্যম নিজ নিজ সমবায় সমিতির বা ক্রেডিট ইউনিয়নের যুবক-যুবতীদের, ছাত্র-ছাত্রীদের ও আগ্রহীদের। এতে আমাদের খ্রীষ্টিয় সমাজ হয়ে উঠবে আরো সমৃদ্ধময়। কিছু কিছু সমিতি শিক্ষা বৃত্তি, সংস্কৃতির বিকাশ, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা, ইংরেজী শিক্ষা, লাইব্রেরী কার্যক্রমসহ সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

শুরুটা হতে হবে সমবায় সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে। দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা এর বর্তমান বোর্ড অনেক সামজিক উন্নয়নের কাজ করছে। বর্তমান কর্মকর্তারা যে উন্নয়নের চিন্তা ধারণ করেন তার বহিঃ প্রকাশ দেখা যায় CSR এর মাধ্যমে। যেমনঃ কালচারাল একাডেমী, ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল, হস্তশিল্প, রন্ধনশিল্প, লাইব্রেরী, ইংরেজী শিক্ষা, সমবার্তা প্রকাশ, Job Linking Cell, স্বাস্থ্যসেবা, মৃত সদস্যদের সৎকারে সাহায্য করা সহ নতুন নতুন প্রকল্প ঢাকা ক্রেডিট পরিচিত করেছে। অন্য সমবায় সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোকে যে একই পথ ধরতে হবে তা নয় তবে নিজেদের এলাকার উপযোগী সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

ক্রেডিট ইউনিয়নে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় থাকা দরকার। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের আন্দোলন ও শ্লোগান এখন কোন কোন ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্য আবশ্যিক হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনে যাঁকে পুরোধা ধরা হয়- শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস যোশেফ ইয়াং, সিএসসি'র একটি উক্তি ছিল "There is no room for a dishonest person in Credit Union" উপরোক্ত উক্তিটি ক্রেডিট আন্দোলনে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নেতা ও স্টাফদের জন্য প্রণিধানযোগ্য। বাংলাদেশে সমবায় সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরুর পর্যায়ে স্বেচ্ছাশ্রমে সমিতির নেতৃবৃন্দ শেয়ার সঞ্চয়ে টাকা গ্রহণ করতেন, খাতায় হিসাব লিখতেন অর্থাৎ সব কাজ করতেন। বর্তমান বড় বড় ক্রেডিট ইউনিয়ন গুলোতে কর্মাশিয়াল ট্রিটমেন্ট– এর জন্য স্টাফ নিয়োগ ও পেশাদারিত্বের গুরুত্ব দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একটি নতুন সমিতির চলমান হিসাব রাখা ততো কঠিন নয় কিন্তু পুরানো সমবায় সমিতিতে বা ক্রেডিট ইউনিয়নে যদি হিসাবের গরমিল থাকে ও নানাবিধ অনিয়ম থাকে তবে তা সঠিক পথে আনা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সহভাগিতা করতে চাই। চট্টগ্রামের দি খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ থ্রিফ্ট এন্ড ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি সমিতি। স্বাধীনতাত্তোর সমিতির কার্যক্রম অচল হয়ে পরে কারণ ইংরেজী ভাষাভাষীরা (এ্যাংলো) যারা নেতৃত্বে ছিল অনেকেই বিদেশে চলে যায়। দীর্ঘ ১৭ বৎসর পর কালব্ এর সহযোগিতায় সমিতি পুনরায় চালু হয় ও নির্বাচনের মাধ্যমে আমি সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করি। কিন্তু যেদিকে হাত দেই সমস্যা আর সমস্যা। এটি ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। কি ভাবে উত্তরণ করবো- পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে কিছু টেকনিক্যাল এপ্রোচ ও কাজের গতি বৃদ্ধি, আস্থা অর্জন এর মাধ্যমে সমিতিটি গতিশীলতা পায় ও বর্তমানে ভালভাবে চলছে। মাত্র দেড়শ টাকা থেকে বর্তমানে সমিতির মূলধন প্রায় ১৫ কোটি টাকা। কথাটি অবতারনা করলাম এ জন্য যে সমবায় সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের এই রূপ নানাবিধ সমস্যার মধ্যে এগিয়ে যেতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

বড় বড় ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোতে এখন তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সেই ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২% সুদে যাকে আমরা Reduce Method এর সুদের হিসাব ধরে থাকি তা থেকে আমরা বের হতে পারিনি। ক্ষুদ্র ঋণ এর সুদ গ্রহণের নানাবিধ কৌশল ও প্রায় ৩৫% সুদ গ্রহণের নিয়মনীতি এনজিও গুলোর প্রপাগান্ডায় এ হার কল্যাণমুখী চিন্তার বহ্নিপ্রকাশে দেশব্যাপী গৃহীত। আর ক্রেডিটের একই ধারার সুদ গ্রহণ দীর্ঘ ৫৭ বৎসর পার হয়ে গেছে। যত ইন্ডিকেটর দেয়া হোক না কেন ব্যয় বাড়ছে, সার্ভিস চার্জ বাড়ছে কিন্তু আয়ের উৎস সুদ একই আছে। আমরা এখন সার্ভিস ভাল চাইবো কিন্তু বাড়তি সুদ দিতে রাজী নই। ডিজিটাল, কম্পিউটোরাইজড যত কিছু বলি না কেন আয়ের উৎসও বাড়াতে হবে। তা না হলে উত্তম সেবা হবে কি ভাবে! যা হোক সমবায় সমিতিতে বা ক্রেডিট ইউনিয়নে বর্তমান সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা দরকার। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের কাছে অন্যায়, অবিচার ও অনিয়ম যেন হারিয়ে যায়।